بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৭ই মে, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে সারিয়্যা রাজী'র ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, সারিয়্যা রাজী'র ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছিল। এর বিশদ বিবরণ হাদীস ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে ১০জন সাহাবীর একটি দলকে হযরত আসেম বিন সাবেত (রা.)'র নেতৃত্বে একটি বিশেষ অভিযানে প্রেরণ করছিলেন, যেন তারা মক্কার আশেপাশে অবস্থান করে কুরাইশের গতিবিধি সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করে মহানবী (সা.)-কে অবগত করেন। ঠিক সে সময় বনু লাহইয়ান গোত্রের লোকেরা একটি দূরভিসন্ধি নিয়ে **আযল ও কারা** গোত্রের একটি প্রতিনিধিদলকে মহানবী (সা.)-এর কাছে প্রেরণ করে। তারা এসে মহানবী (সা.)-এর কাছে চতুরতার সাথে আবেদন করে যে, **আমাদের গোত্রের লোকেরা ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। তাই আপনি আমাদের সাথে কয়েকজন মুসলমানকে প্রেরণ করুন, যারা আমাদের লোকদের কাছে ইসলামের শিক্ষা তুলে ধরবে।** মহানবী (সা.) আনন্দিত হয়ে তাদের সাথে উক্ত ১০জনের দলটিকেই প্রেরণ করেন।

যাত্রাপথে পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে রাজী' নামক স্থানে বনু লাহইয়ান গোত্রের ২০০জন যোদ্ধা তাদের ওপর চড়াও হয়। তখন সেই সাহাবীরা প্রাণরক্ষায় ত্বরিত একটি টিলার চূড়ায় আশ্রয় নেন। তখন মুশরিকরা তাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে বলে, কিন্তু হযরত আসেম (রা.) তাদের হাতে আত্মসমর্পণ করতে চান নি। তিনি বলেন, আমি কোনো কাফিরের হাতে আত্মসমর্পণ করব না। এরপর তারা সবাই এ দোয়া করেন যে, **'হে আল্লাহ্! আমাদের এই পরিস্থিতি সম্পর্কে তোমার নবী (সা.)-কে জানিয়ে দাও।'** অতঃপর কাফিররা তাদের ওপর মুষলধারে তির নিক্ষেপ করতে থাকে। সাহাবীরাও তাদের মোকাবিলায় তির নিক্ষেপ করতে থাকেন। এভাবে এতো অধিক সংখ্যক শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে সেখানে সাতজন সাহাবী শাহাদতের অমীয় সুধা পান করেন।

হযরত আসেম (রা.)'র সাহসিকতার সাথে লড়াই করে শহীদ হওয়ার ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হলো, প্রথমে তিনি তির দ্বারা শত্রুদের সাথে লড়াই করছিলেন। তির শেষ হয়ে গেলে বর্শা দ্বারা তাদের ওপর আক্রমণ করতে থাকেন। এরপর যখন বর্শাও ভেঙ্গে যায় তখন কেবলমাত্র তরবারি দ্বারা শত্রুদের মোকাবিলা করতে থাকেন। পরিশেষে তিনি যখন বুঝতে পারেন যে, তিনি শহীদ হয়ে যাবেন এবং কাফিররা তার লাশের অবমাননা করবে তখন তিনি (রা.) দোয়া করেন, **'হে আল্লাহ্! আমি দিনের প্রথমাংশে ধর্মের সুরক্ষা করেছি। অতএব, দিনের দ্বিতীয়াংশে তুমি আমার লজ্জাস্থানের সুরক্ষা কোরো।'**

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, **হযরত আসেম** (রা.) যেহেতু ইতঃপূর্বে একজন জেষ্ঠ্য মুশরিক নেতাকে হত্যা করেছিলেন, তাই মক্কার কুরাইশরা যখন জানতে পারে যে, তাদের মাঝে আসেম বিন সাবেতও আছেন তখন তারা তার মস্তক বা দেহের কোনো অঙ্গ কর্তনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কেননা, নিহত কাফিরের মা অঙ্গীকার করেছিল, আমি আমার পুত্রের হন্তারকের মস্তকে মদ ঢেলে তা পান করব, কিন্তু খোদা তা'লা এমনটি হতে দেননি। তারা হযরত আসেম (রা.)'র লাশের কাছে পৌঁছে দেখে যে, তার লাশের ওপর ভীমরুল এবং মৌমাছি ঝাঁক বেঁধে বসে আছে। অতঃপর তারা সেগুলোকে সরানোর অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় এবং ফেরত চলে যায়। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা হযরত আসেম (রা.)'র লাশকে অবমাননার হাত থেকে রক্ষা করেন এবং তাঁর দোয়া গ্রহণের প্রমাণ দেন।

অবশিষ্ট তিনজন সাহাবী যারা বেঁচে ছিলেন তারা কাফিরদের কথায় আশ্বস্ত হয়ে আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যে নিচে নেমে আসলে বিরোধীরা তাদেরকে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলে। **হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন তারিক (রা.)** বলেন, এটি তোমাদের পক্ষ থেকে প্রথম অঙ্গীকার ভঙ্গের দৃষ্টান্ত। খোদার কসম! আমি তোমাদের সাথে যাবো না। তখন কাফিররা তাকে জোর করে বাঁধতে চায়; কিন্তু তিনি তাতে সম্মত না হলে সেখানেই তাকে শহীদ করা হয়। অবশিষ্ট ছিলেন দু'জন সাহাবী, হযরত খুবায়েব বিন আদী (রা.) এবং হযরত যায়েদ বিন দাসিনা (রা.)। কাফিররা তাদেরকে ধরে নিয়ে যায় এবং মক্কায় গিয়ে বিক্রি করে দেয়।

হযরত যায়েদ (রা.)-কে সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ক্রয় করেছিল। তিনি হযরত যায়েদ (রা.)-কে তার ক্রীতদাস নিসতাস এর কাছে রেখেছিলেন। সেখান থেকে তাকে হারামের বাইরে এক স্থানে নিয়ে গিয়ে নিসতাস তরবারি দ্বারা হত্যা করে। অন্য এক বর্ণনামতে কুরাইশরা একত্রে অনবরত তির নিক্ষেপ করে তাকে শহীদ করেছিল। অনুরূপভাবে **হযরত খুবায়েব (রা.)**-কে বনু হারেস বিন নওফেল এর বংশধররা ক্রয় করেছিল, কেননা তিনি হারেসকে হত্যা করেছিলেন। পরবর্তীতে নিষিদ্ধ মাস শেষ হলে তাকে শহীদ করা হয়।

যায়েদ বিন দাসিনা (রা.)-কে হত্যার সময় আবু সুফিয়ান বলেছিল, তুমি কি পছন্দ করবে না যে, **তোমার স্থলে আমাদের কাছে মুহাম্মদ (সা.) থাকবেন আর আমরা তোমার পরিবর্তে তাঁকে হত্যা করব এবং তুমি তোমার পরিজনদের কাছে নিরাপদে থাকবে**। তিনি (রা.) বলেন, **আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো এতটুকুও পছন্দ করব না যে, মুহাম্মদ (সা.) এখন যেখানে অবস্থান করছেন সেখানে তাঁর পায়ে কাটাবিদ্ধ হবে আর আমি আমার পরিজনদের সাথে নিরাপদে থাকবো**। একথা শুনে আবু সুফিয়ান বলে উঠে, **আমি লোকদের মাঝে কাউকে এরূপ দেখিনি যে, তারা তাদের নেতাকে এতোটা ভালোবাসে যতটা মুহাম্মদ (সা.)-কে তাঁর সাহাবীরা ভালোবাসেন।**

হযরত খুবায়েব (রা.) যখন বন্দি ছিলেন তখন হারিসের পুত্ররা তার সাথে চরম মন্দ আচরণ করেছিল। তিনি (রা.) বলেন, কোনো সম্মানিত জাতি তার বন্দিদের সাথে এরূপ আচরণ করে না। তাদের ওপর একথার এমন প্রভাব পড়ে যে, এরপর তারা তাঁর সাথে উত্তম আচরণ

করতে থাকে। একদিন খুবায়েব (রা.)'র হাতে একটি ক্ষুর ছিল। এমতাবস্থায় এক শিশু সন্তান তার কাছে আসলে তিনি তাকে কোলে তুলে নেন। দএটি দেখে সেই শিশুর মা ভয় পেয়ে যায়, পাছে খুবায়েব (রা.) আবার তার সন্তানের কোনো না ক্ষতি করে বসে! এটি দেখে খুবায়েব (রা.) তার মাকে আশ্বস্ত করে বলেন, আমি তার কোনো ক্ষতি করব না। খোদার কসম! আমি এমনটি নই। **সেই মহিলা বলতেন, আমি খুবায়েব'র চেয়ে উত্তম বন্দি কখনো দেখি নি। আমি একদিন তাকে শিকলাবদ্ধ অবস্থায় আঙ্গুরের থোকা থেকে আঙ্গুর খেতে দেখেছি অথচ তখন মক্কার কোথাও আঙ্গুরের কোনো অস্তিত্বই ছিল না।** এটি মূলত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রদানকৃত রিযিক ছিল।

যেদিন হযরত যায়েদ (রা.)-কে শহীদ করা হয়েছিল সেদিন হযরত খুবায়েব (রা.)-কেও শহীদ করা হয়। হযরত খুবায়েব (রা.) মৃত্যুর পূর্বে দুই রাকাত নফল নামায পড়ার অনুমতি চান। নামাযের পর তিনি বলেন, **তোমরা ভাববে যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে নামায দীর্ঘ করছি তাই আমি নামায সংক্ষিপ্ত করেছি, নতুবা আমি নামায আরও দীর্ঘ করতাম।** অতঃপর তিনি দোয়া করেন, **হে আল্লাহ্ তুমি এদের সবাইকে পালাক্রমে ধ্বংস কোরো।** এরপর কাফিররা তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে নির্মমভাবে শহীদ করে। যেদিন উভয় সাহাবীকে শহীদ করা হয়েছিল সেদিন মহানবী (সা.) বলেন, **আলাইকুমুস সালাম অর্থাৎ তোমাদের উভয়ের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক!**

পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, **'সাহাবীরা ধর্মের খাতিরে নিজেদের মৃত্যুর বিষয়ে ছিলেন নির্ভীক ও আত্মনিবেদিত। তারা ইসলামের খাতিরে সর্বদা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকতেন। এই সারিয়্যা বা যুদ্ধাভিযানের আরও কিছু ঘটনা অবশিষ্ট আছে যা আগামীতে বর্ণনা করবো, ইনশাআল্লাহ্।'**

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.mta.tv** এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট **www.ahmadiyyabangla.org** -এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)